



সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দৃতাবাস ২০১৩ অ্যালামনাই সাধারণ সভার আয়োজন করলো

ঢাকা, ৯ই জুলাই -- ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দৃতাবাসের আমেরিকান সেন্টার শনিবার ৬ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বিনিময় কর্মসূচির অধীনে যারা যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে তাদের একটি অ্যালামনাই সাধারণ সভা ২০১৩-এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কার্নিভাল হলে আয়োজিত হয় যেখানে পররাষ্ট্র দফতরের বিনিময় কর্মসূচির শত শত অ্যালামনাই উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ২০০০-এরও অধিক বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চল, বৃক্ষি ও পেশা থেকে আগত অ্যালামনাইদের কর্মকাণ্ডের প্রতি স্বীকৃতি জানান। পররাষ্ট্র দফতরের অ্যালামনাইগণের মধ্যে শিক্ষক, ডাক্তার, পেশাজীবী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ রয়েছেন যারা নিজ পেশাজীবন উন্নয়নের সকল পর্যায়ে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দৃতাবাস প্রদত্ত অনেকগুলো বিনিময় কর্মসূচির একটিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মজীনা নির্বাচিত পররাষ্ট্র দফতর বিনিময় অ্যালামনাইদের অ্যালামনাই এক্সেলেন্স পুরস্কার প্রদান করেন। মুহাম্মদ ফেরদৌস, মুসাম্মত বদরঘনেসা, শামির শিহাব, কাজী নাসারিন সিদ্দিকা, মুসতাসিন ইসলাম, করভি রাকশান্দ ও তানবীর সিদ্দিকী মাদরাসায় ইংরেজী ভাষার প্রসার, সাভার উদ্ধার অভিযানে অংশগ্রহণ, বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবার বৃদ্ধি এবং নাগরিক শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসনে সমর্থন সহ কম্যুনিটির প্রতি তাদের সেবার জন্য তারা পুরস্কার লাভ করেন।

রাষ্ট্রদূত মজীনা তার বক্তব্যে বলেন যে অ্যালামনাইগণ সোনার বাংলা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরো বলেন, "আপনারা কেবল শিক্ষক, প্রকৌশলী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সরকারি কর্মকর্তা, সামরিক সদস্য, ডাক্তার, কারিগরিবিদ, বিশেষজ্ঞ, এবং এরকম এক শেষ না হওয়া তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবর্গই নন... আপনারা এর চেয়েও বেশি কিছু; আপনারা নির্মাতা, সেতুর চমৎকার নির্মাতা, বিশাল সেতুর

নির্মাতা, আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান অনেক সেতু ... যেগুলো এই দুই চমৎকার জাতির মানুষের
মধ্যে উপলব্ধির শক্তিশালী, ক্ষমতাবান, কার্যকরী সেতু।”

প্রতি বছর, ঢাকার যুক্তরাষ্ট্রী দৃতাবাস আমেরিকান সেন্টারের মাধ্যমে কয়েক সপ্তাহ থেকে পূর্ণ ডিছী লাভের
মতো পেশাজীবী ও শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় সকল ক্ষেত্র থেকে শত শত সম্ভাবনাময়ী
ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রী সফরের জন্য নির্বাচন করে। উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র বিনিময়, অধ্যাপকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে
সংযুক্ত হওয়া এবং তরুণ পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের জন্য শিক্ষা সফরের
সুযোগ সহ ২০টিরও অধিক কর্মসূচির আয়োজন করে আমেরিকান সেন্টার। পররাষ্ট্র দফতর প্রস্তাবিত বিনিময়
কর্মসূচিগুলো সম্বন্ধে আরো জানতে আমাদের দৃতাবাসের ওয়েবসাইট

<http://dhaka.usembassy.gov/index.html> এবং আমাদের ফেসবুক পাতা

www.facebook.com/bangladesh.usembassy দেখুন।

বিনিময় কর্মসূচির জন্য যখন কেউ নির্বাচিত হন এবং পরে তার কর্মসূচি সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসেন
তখন তারা পররাষ্ট্র দফতরের অ্যালামনাইন্ডের বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত হন।

নিজ জনগোষ্ঠীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে নিজেদের বিনিময় কর্মসূচির অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য
অ্যালামনাইগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকেন। প্রতি বছর, অনেক বাংলাদেশী পররাষ্ট্র দফতর অ্যালামনাই বিভিন্ন
ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জন্য স্থানীয় ও বৈশ্বিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হলো, নোবেল পুরস্কারজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস, ম্যাগসেসে পুরস্কারজয়ী অ্যাঞ্জেলা গোম্বস ও রিজওয়ানা
হাসান এবং মোজাইক পুরস্কারজয়ী করভি রাকশান্দ, এরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অ্যালামনাই।
আমাদের পররাষ্ট্র দফতরের অ্যালামনাইদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক সম্বন্ধে আরো জানতে দেখুন

www.alumni.state.gov।

=====

জিআর/ ২০১৩